অ্যাকাউন্ট সুরক্ষা

Digital Literacy Center

ভাগ্নে
আমি তো সারাক্ষন
ভয়ে ভয়ে থাকি।

কী যে বলো না। তোমার
আবার কিসের ভয়?

শোন
ইন্টারনেট ব্যবহারে
যেমন সুবিধা আছে
তেমন ভয়ও আছে

হা হা হা। তা তো মামা সব কিছুতেই।
সেজন্য সচেতন থাকা জরুরি।

সেজন্যই তোর
কাছে এলাম। সেদিন জিমেইল
অ্যাকাউন্ট করে দিলি না?
তো ইদানীং দেখি যাই করি শুধু মেইল
আইডি চায়। তাই ভয় হচ্ছে
আবার কোনো ঝামেলা
হবে না তো?

এইতো আমার সচেতন মামা।

এখন শোনো অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা রক্ষার্থে
তুমি একটি নিরাপদ ফোন নম্বর অথবা
ইমেইল অ্যাড্রেস যুক্ত করতে পারো ।

এই নিরাপদ নম্বর বা ইমেইল তোমাকে
সবসময় নিরাপদ বার্তা প্রেরণ করবে যে কেউ
তোমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করলো কিনা ।

আমাদের অ্যাকাউন্টের সাথে সাধারণত
অনেক স্মৃতি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে।

অ্যাকাউন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলে এসব তথ্য
আমাদের থেকে বেহাত হয়ে যেতে পারে।

তুমি যদি অ্যাকাউন্টের সাথে ফোন নাম্বার ও ইমেইল এড্রেস যুক্ত
করে রাখো তাহলে অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার করা সহজ হবে।

আবার তোমার অপারেটিং সিস্টেম, ব্রাউজার,

আবার তোমার অপারেটিং সিস্টেম, ব্রাউজার, অ্যাপ যদি আপডেট করা না থাকে তাহলে হ্যাকার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আর তুমি যদি তোমার সিস্টেম, ব্রাউজার, অ্যাপ আপডেট রাখো তাহলে এ সম্ভাবনা কমে যায়।

হ্যাঁ এটাতো সহজেই করা যাবে। তারপর?

তারপর অ্যাকাউন্ট সুরক্ষার জন্য একটা শক্তিশালী পাসওয়ার্ড খুব বেশী জরুরী ।

পাসওয়ার্ড শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন সংকেত, সংখ্যা এবং অক্ষর মিলিয়ে তৈরি করতে পারো।

অক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বড় হাতের-ছোট হাতের মিলিয়ে ব্যবহার করলে পাসওয়ার্ড শক্তিশালী হবে।

একইসাথে খেয়াল করবে পাসওয়ার্ড যাতে বেশ বড় হয় এবং গতানুগতিক না হয়।

তারপর অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ এবং ব্রাউজার বাদ দিয়ে দিতে হবে প্রয়োজনের বেশী অ্যাপ ইন্সটল করার দরকার নাই। অপরিচিত অ্যাপ বা অপরিচিত সূত্র থেকে অ্যাপ ইন্সটল করা যাবে না।

আবার ধরো যদি তোমার কোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপকে সন্দেহ হয় তাহলে সেগুলো ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।

এই সন্দেহ নিয়ে কারো সাথে আলোচনা করলে দ্বিধা দূর হয়ে যাবে।

যদি এই সাইট বা অ্যাপ খুব জরুরি প্রয়োজনের কিছু হয় তাহলে এক্সপার্ট কারো সহযোগিতা নিবে।

আমার এক্সপার্ট তো তুই আছিস। তারপর বল।

ওকে মামা তারপর হলো,

তোমার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড কোনোভাবে কেউ পেয়ে গেলেও যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ব্যবহার করতে পারো।

এটি চালু করে রাখলে তুমি লগইন করার সময় ইমেইল,

পাসওয়ার্ড দেয়ার পর ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে একটি কোড আসবে।

যে কোড দিয়ে ভ্যারিফাই না করলে লগইন করতে পারবে না।

তারপর ধরো হ্যাকাররা অনেক সময় তোমার ডিভাইসে ক্ষতিকর সফটওয়্যার বা ম্যালওয়ার ডাউনলোড করতে কৌশল ব্যবহার করতে পারে।

এইগুলো প্রতিরোধ করতে উন্নতমানের ব্রাউজার ব্যবহার করা উচিত।

অ্যাপ ডাউনলোডের জন্য নিরাপদ মাধ্যম যেমন গুগল প্লে ষ্টোর, অ্যাপলের অ্যাপ ষ্টোর বা মাইক্রোসফট ষ্টোর থেকে ডাউনলোড করলে ভালো।

বাহ্ কত সহজেই আমার জিনিয়াস ভাগ্নে বুঝিয়ে দিলো।

হ্যাঁ মামা। এখন বলো তোমার ভয় কেটেছে কি না?

হ্যাঁ হ্যাঁ সে প্রথমেই। তোকে অনেক ধন্যবাদ।